सारवृद्धिः

SĀRAVṚDDHIḤ

Proceedings of the 1st ABSLA (National Level) State Sanskrit Conference Refereed Volume

EDITORIAL BOARD

Partha Pratim Das (Chief Editor)
Indrani Sinha (Joint Editor)

- Bhaskar Mukherjee
- Soumen Goswami
- Tapas Patra
- Sudipta Chowdhury
- Somnath Mukherjee
- Ramkrishna Maitra
- Bidisha Ghosh
- Partha Sarathi Mukherjee
- Ranabir Mondai
- Krishnadas Pal
- Pinaki Chatterjee
- Anusuya Jash
- Avijit Mondal
- Nandita Das

संस्कृत बुक डिपो

Scanned with OKEN Scanner

सारवृद्धिः

(Saravṛddhiḥ)

Proceedings of the 1st ABSLA (National Level)
State Sanskrit Conference
[Refereed Volume]

Editorial Board

- Partha Pratim Das (Chief Editor)
- Indrani Sinha (Joint Editor)

- Bhaskar Mukherjee
- Soumen Goswami
- Tapas Patra
- Sudipta Chowdhury
- Somnath Mukherjee
- Ramkrishna Maitra
- Bidisha Ghosh
- Partha Sarathi Mukherjee
- Ranabir Mondal
- Krishnadas Pal
- Pinaki Chatterjee
- Anusuya Jash
- Avijit Mondal
- Nandita Das

संस्कृत बुक डिपो
२८/१, विधान सरणी
कलकाता–७०० ००६

Scanned with OKEN Scanner

प्रकाशक :
अभय वर्मन
संस्कृत बुक डिपो
२८/१, विधान सरणी
कलकाता-७०० ००६

Copyright :
Book prepared under the auspices of
"All Bengal Sanskrit Lovers' Association" (ABSLA)
[Govt. Registered Welfare Society]

ISBN : 978-93-81795-80-4

First Edition : November, 2017

Price : ₹ 2000/-

मुद्रक :
दि निउ जयकाली प्रेस
११ दीनवन्धु लेन,
कलकाता-७०० ००६

Scanned with OKEN Scanner

Contents

- सम्पादकीयम् xiii
- सम्मेलनस्य चित्राणि xv

शोधप्रबन्धा:

Author	Topic	Page
बाळासाहेब वाघ	पाणिनीयव्याकरणे आकृतिसङ्कल्पनाया: चिकित्सकम् अध्ययनम्	1
विश्वजित् राज	बुद्धचरिते कामनिन्दा	11
चन्दन मण्डल	व्याकरणस्य विकाशे ईश्वरचन्द्रविद्यासागरस्य तथा गुरुनाथविद्यानिधेः योगदानम्	15
देवाञ्जन दास	संक्षेपशारीरकानुसारेण बौद्धमतखण्डनम्	23
द्विव्येन्दु मण्डल	अभिनयविमर्ष:	28
इन्द्राणी सिंह	बुद्धचरिते तितिक्षातत्त्वम्	33
लाल्टु रुइदास	विज्ञानकेन्द्रिकभावनया सांख्यतन्मात्रविचार:	38
मनोज कुमार वर्मण	शाकुन्तले निविष्टानि नाट्यलक्षणानि – एकं प्रयोगात्मकं विश्लेषणम्	45
मौसुमी राणी गिरि	शाब्दिकनये शब्दस्वरूपम्	58
नीलिमा सरकार	उडिष्याभिलेखे दानधर्म: – अध्ययनमेकम् (ईशवीयसप्तमशताब्द्या: दशमशताब्दीपर्यन्तम्)	66
निमाइ रक्षित	जगत्सृष्टिरहस्यं जगन्मिथ्यात्वप्रतिपादञ्च– अद्वैवेदान्ते विश्लेषणात्मकमालोचनमेकम्	74
प्रसेनजित् सूत्रधर	तपतीसंवरणम् : विषयविश्लेषणम्	82
राहुलदेव हालदार	उपमा कविवंशस्य मातैव	95
राखी रॉय हल्दर	क्वांटम चेतना और सत्य का अस्तित्व	102
रतन साधु	करणकारकविमर्श:	106
रीता पाल	बृहदारण्यकोपनिषद: उत्ससन्धानम्, तत्त्वव्याख्याने नैयायिकशैलीपर्यालोचनञ्च	118
सेख साविर आलि	इच्छामहिमा	132
सन्दीप मण्डल	बाल्मीकिरामायणे वैदिक–यागयज्ञप्रयोग : एका समीक्षा	141

Scanned with OKEN Scanner

Author	Topic	Page
सञ्जय भट्टाचार्य	शाकुन्तले शृङ्गार-रौद्ररसयोः उपयोगः	152
शर्मिष्ठा राउथ	स्वीयमूल्याङ्कनमसहछात्रकृतममूल्याङ्कनयोः तौलनिकम् अध्ययनम्	162
स्वदेशरंजन घोषाल	साम्प्रतिके काले स्मृतिशास्त्रस्य प्रासंगिकता	168
तपनकुमार दास	बुद्धचरिते अराडदर्शनम् - एकं समीक्षात्मकं विश्लेषणम्	177
देबब्रत साउ	न्यायकुसुमाञ्जलौ ईश्वरसाधकम् अनुमानसमीक्षणम्	181
अभिजित् मण्डल	शाब्दिकनये तात्पर्यस्य शाब्दबोधसहकारिकारणत्वम्	188
जगमोहन आचार्य	आधुनिक-संस्कृत-साहित्ये मानविकमूल्यम्	193
बुल्टी दास	जानकीजीवनमहाकाव्यस्य धार्मिकस्थितिः	201
सौमेन गोस्वामी & रिङ्के वन्द्योपाध्याय	उत्तररामचरिते भवभुतेः रसवोधः-विश्लेषणमेकम्	208
सुहृद चक्रवर्त्ती	प्राचीनभारतस्य ऐतिहासिकोपादानं विवेचनम्	213
पिनाकी शङ्कर पाण्डे & पल्लव पाण्डे	इह खलु जगति नास्ति योगसमं वलम्	222
शौभिक विश्वास	वौपदेवस्य मुग्धबोधस्य पारिभाषिकशब्दानाम् आनुषङ्गिकी समीक्षा	227
जितेन्द्रनाथ दास	महाभारतस्य तपोवने नारी	231
हरिदास सूत्रधर	आधुनिकसाहित्ये कालिदासकृतकाव्यानां प्रभावः	235
माला लाहा	शिक्षावेदाङ्गे वर्णरत्नप्रदीपिकाशिक्षायाः प्रयोजनीयता	241
देवलिना घोष	पाणिनीयोउत्तरकालीन्व्याकरणग्रन्थेषु प्रयोगरत्नमालाव्याकरणस्य अवदानम्	247
अमित कुमार दे	कालिदासकृतयोः महाकाव्ययोः वेदान्तचिन्तनम्	253
वीणापाणि दास	अभिज्ञानशकुन्तलानाटकोक्तानां सुभाषितानाम् आधुनिकसमाजे प्रभावः	265
यामिनी माहात	कवितारापदभट्टाचार्यस्य कथाद्वितये काव्यसुषमाण्वेषणम्	271
কৌশিক পাত্র	মহাভারতে প্রকৃতি-পুরুষ ছাড়াও অন্য এক বৃহত্তর তত্ত্বের অবতারণা	276

Author	Topic	Page
অভিষেক ঘোষ	সেনশাসিত বঙ্গ ও বঙ্গ সমাজ ঃ বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তির আলোকে একটি পুনর্নিরীক্ষা	284
আবিদ হাসান	শওকত আলীর 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' ঃ বাঙালি ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন	299
অচিন্ত্য কুণ্ডু	বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'গুণ'	307
আলমগীর মহম্মদ সেখ	সংস্কৃত নীতিকথার ব্যবহার	314
অমিত সানা	অস্ত্যর্থকপ্রত্যয়সমূহ ঃ তুলনামূলক সমীক্ষণ	327
অনিরুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়	হিন্দুশাস্ত্রমতে আহার	341
অনুভা প্রসাদ	বেদান্তের আলোকে আত্মা	348
অনুসূয়া যশ	শ্রীউদ্ধব গীতার সাংখ্য যোগতত্ত্ব	353
অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়	Big Bang – তত্ত্বের আলোকে নাসদীয় সূক্ত - একটি সমীক্ষা	361
অর্পিতা দে	বঙ্গীয় লেখমালায় আর্থ সামাজিক ও রাজনীতিতে স্মৃতিনীতির প্রয়োগ	365
আস্তিক মণি মণ্ডল	ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ সাধনের পন্থা	375
অতনু আঢ্য	পাণিনীয় ব্যাকরণদর্শন ও ভট্টোজী দীক্ষিত - একটি অধ্যয়ন	383
অভিজিৎ মণ্ডল	অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের প্রস্তাবনা অংশের পাঠভেদ নির্ণয়	389
বৈশাখী মাকাল	বর্তমান বিশ্বে সংস্কৃতের প্রাসঙ্গিকতা	395
বন্দনা দাস	উপনিষৎ পাঠে আধ্যাত্মিক শান্তি	401
বিদিশা ঘোষ	আধুনিক চরিত্র সৃষ্টিতে ভারবি	409
বীরেন্দ্র দাস	'কর্মযোগমসক্তঃ স' ...গীতোক্ত শ্লোকের আলোকে নিষ্কাম কর্মের স্বরূপ পর্যালোচনা	415
বিশ্বজিৎ পাখিরা	'ওঁম্' – মহাভাষ্যকার সম্মত শব্দতত্ত্ব ও স্ফোট	421
বুদ্ধদেব ঘোষ	মার্কণ্ডেয় পুরাণে স্বেচ্ছারূপধারী বিদ্যা উত্তররামচরিত নাটকের প্রথমাঙ্কে প্রযুক্ত	429
চন্দ্রানী হালদার বণিক	বিশিষ্ট শব্দসমূহের তলস্পর্শিনীটীকানুসারে ব্যাকরণাত্মক বিশ্লেষণ	435
পিনাকী চ্যাটার্জ্জী	চার্বাক ও আমরা : আধুনিক দৃষ্টিতে	449

Scanned with OKEN Scanner

Author	Topic	Page
দীপেন সাউ	মহাকবি কালিদাস বিরচিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক অবলম্বনে কালিদাসের পরিবেশ চিন্তা ঃ একটি সমীক্ষা	458
কাকলী দত্ত	গৌণ উপনিষদে পূজারহস্য ও জপ প্রসঙ্গে	461
দূর্বা চ্যাটার্জী	বৈশেষিক পদার্থ ঃ আমাদের চারপাশ	472
ইন্দ্রাণী চ্যাটার্জ্জী	ন্যায়মতে অন্তরিন্দ্রিয় মনের স্বরূপ	478
ঝুলন কৃষ্ণ মণ্ডল	শব্দাদ্বৈত ও ব্রহ্মাদ্বৈতের সমন্বয়সূত্র-'অভিনবপ্রণববাদ'	482
কৃষ্ণদাস পাল	চরিতকাব্যে ইতিহাস প্রসঙ্গ	492
মধুমিতা পান	সৃষ্টিতত্ত্ব	500
মহাদেব দাস বৈরাগ্য	বেদার্থব্যাখ্যায় পৌরাণিক দৃষ্টি	507
সুদীপ্ত চৌধুরী	অদ্বৈতবেদান্তে জীবের স্বরূপ	517
মল্লিকা অধিকারী	ধর্মের প্রেয়সাধনতা ও শ্রেয়সাধনতা বিচার	524
সুমন ঘোষ	সংস্কৃত সাহিত্যে শিশুচরিত্র – প্রসঙ্গ ভবভূতি	528
মানস কুমার ঘোষ	প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে সঙ্গীত ঃ এক অধ্যয়ন	533
মল্লিকা ঘোষ	পরমারদের উৎপত্তি-বৃত্তান্ত	545
মোম রায়চৌধুরী	মনুসংহিতার আলোকে ব্রাহ্মণবর্ণের প্রাধান্যবিচার	556
মোনালিসা দত্ত	ঈশ্বর, ধর্মস্বারূপ্য ও বাস্তবানুভূতি - একটি অনুধ্যান	561
মণিমালা মণ্ডল	সাংখ্যকারিকা, মহাভারত ও ভাগবত পুরাণে প্রতিফলিত প্রকৃতিতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা	566
মণিদীপা দাস	প্রবন্ধ ও প্রবন্ধকোশ	572
মনোজ কুমার বিশ্বাস	শ্রুতি স্মৃতি যুগের শিক্ষা ও বর্তমান যুগে শিক্ষা ঃ একটি তুলনামূলক সমীক্ষা	580
নমিতা জয়সওয়াল	যশপালের ছোটগল্পে নারীচেতনা	591
নিতাই চন্দ্র দাস	ভারতীয় দর্শনে প্রমাণের গুরুত্ব	596

Scanned with OKEN Scanner

Author	Topic	Page
নয়না কুন্ডু	অলংকার প্রস্থান ঃ একটি আলোচনা	601
পার্থ সারথি মুখোপাধ্যায়	পুরাণের সাহিত্যিক মূল্যায়ন	606
পায়েল বিশ্বাস	সংস্কৃত সাহিত্যে নব রসের প্রভাব	614
পলি রায়	প্রাচীন ভারতীয় অন্নপ্রাশন সংস্কার ও তার ব্যাখ্যাত্মক আলোচনা	622
প্রসুন সেনগুপ্ত	সংস্কৃত সাহিত্যে স্বপ্নতত্ত্ব	629
পিউ মণ্ডল	ভারতীয় ভাবধারায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত কর্মযোগ সমীক্ষা	634
রজত কুমার নস্কর	কাব্যাত্মা ঃ একবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত	650
রাজেন্দ্র প্রসাদ দাস	রহস্যের আড়ালে মানব জীবন	656
রাম সৌ মণ্ডল	অভিজ্ঞান শকুন্তলমে তৎকালীন সমাজের লৌকিক অলৌকিক মান্যতা	664
রামকৃষ্ণ মৈত্র	বিজ্ঞানের উৎসরূপে সংস্কৃত সাহিত্য	669
রণবীর মণ্ডল	সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্পর্কে সাংখ্যদর্শন ও মনুসংহিতার একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন	681
সৈরথ মুখার্জী	ভারতীয় দর্শনে অহিংসা ঃ একটি সমীক্ষা	690
সংহিতা ঘোষ	ঋষি বঙ্কিমের মননে বৈদিক ধর্ম	699
শিউলী বসু	সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে উৎপ্রেক্ষা - নানারূপে	705
গার্গী পাঁজা	খেলা আর খেলা ঃ কয়েকটি গল্প	718
শেলী সাহা	মনস্বী ঈশ্বরগুপ্ত ঃ রাজভক্তির আড়ালে দেশপ্রেমিক	723
পারমিতা দত্ত	সাংখ্য অন্তরঙ্গসাধন, যোগ বহিরঙ্গসাধন	731
শিপ্রা মুখোপাধ্যায় (হালদার)	সনাতন ধর্ম হিন্দুত্ববাদ ও সংস্কৃত	741
স্নিগ্ধা দাস	বর্তমানসমাজে চাণক্যনীতিশাস্ত্রের গুরুত্ব	748
সৌবৃত্তিকা জানা	সূত্র সাহিত্যে উল্লিখিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও আধুনিক শিক্ষায় এর প্রাসঙ্গিকতা	753
সোমদত্তা হাটি	অলংকারশাস্ত্রে দোষতত্ত্ব	761
সৌরভ দে	বৈদিক যুগে বিবাহব্যবস্থায় প্রাসঙ্গিকতা	767

Scanned with OKEN Scanner

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের প্রস্তাবনা অংশের পাঠভেদ নির্ণয়

অভিজিৎ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সান্ধ্য মহাবিদ্যালয়

ভূমিকা : আমার আলোচ্য বিষয় হল 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের প্রস্তাবনা অংশের বিভিন্ন পাঠভেদ সম্পর্কে আলোচনা এবং কোনো একটি নির্দিষ্ট পাঠকে কবিপ্রসূত বলার আনুমানিক কারণ নির্ণয়। মহাকবি কালিদাসের রচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের প্রাচীনতম সংস্করণটি তৈরী করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তার পর মনিয়র উইলিয়ামস্ আরেকটি সংস্করণ তৈরী করেন। ১৮৭৭ সালে কিরেল থেকে প্রকাশিত হয় আর. পিশেল (R. Pischel) এর সম্পাদিত অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের সংস্করণটি এখন সারা পৃথিবীতে বহুলভাবে প্রচারিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় মূলত সাতটি বঙ্গীয় পুঁথি আলোচনা করে তাঁর সংস্করণটি তৈরী করেছিলেন। পরে মনিয়র উইলিয়ামস্ মহাশয় আরো ষোলটি পুঁথি সংগ্রহ করে তাঁর সংস্করণটি নির্মাণ করেন। এর পর আর.পিশেল মহাশয় বিদেশে সংরক্ষিত পুঁথিগুলির বিচার বিশ্লেষণ করে বিদ্যাসাগর ও মনিয়র উইলিয়ামস্ মহাশয়ের সংস্করণের ওপর ভিত্তি করে এবং কখনও কখনও সংস্করণ সাধন করে তাঁর সমালোচনাত্মক সংস্করণটি তৈরী করেন।

আমার আলোচনার বিষয় হল পুঁথি সম্পর্কিত আলোচনা। কাজেই পুঁথি কী? সে সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। পুঁথি হল হস্ত লিখিত গ্রন্থ যাকে ইংরাজীতে বলা হয় Manuscript। দুটি ল্যাটিন শব্দের সমন্বয়ে এই শব্দটি গঠিত হয়েছে Manus অর্থাৎ হাত এবং Scribere অর্থাৎ আঁচর কাটা। ফলে এর অর্থ দাড়ায় মূলত লেখা এমনকি ছবি আঁকাও এর আওতায় পড়ে যায়। হাতে খোদাই করা অভিলেখ বা Manuscript-ও এর পরিধির মধ্যে পড়ে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই ইংরাজী

শব্দটির অর্থের মধ্যে অভিলেখ বা Epigraphs, অঙ্কিত চিত্র ইত্যাদি পড়ে না। কারণ ওইগুলি গ্রন্থ নয়। বর্তমানে যেকোনো প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থকেই Manuscript বা পুঁথি বলে। প্রাচীন কালে হাতে লেখা গ্রন্থকে পুস্তক, পুস্তিকা বা মাতৃকা শব্দ দিয়ে বোঝানো হতো। হাজার হাজার পুঁথি চিরতরে হারিয়ে গেছে ফলে ভারততত্ত্বের চর্চায় প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। তবু যে সংখ্যক পুঁথি আমাদের হাতে আছে বা এসেছে তা যে বিশ্বের বৃহত্তম পুঁথি ভাণ্ডার একথা অস্বীকার করার জায়গা নেই। এর মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় লেখা পুঁথির সংখ্যাই সর্বাধিক। যাইহোক এই ইংরাজী শব্দটির দ্বারা মুদ্রণের নিমিত্ত যেকোনও পাণ্ডুলিপিকেও বোঝায়। কিন্তু যখন পুঁথিবিজ্ঞান বা Manuscriptology কথাটির প্রয়োগ করি তখন কেবলমাত্র পুঁথি সংক্রান্ত তত্ত্বকেই বুঝি। স্নাতকোত্তর স্তরের পর গবেষণা কর্মে প্রবেশ করেই সর্বপ্রথম ছাত্রছাত্রীদের গবেষণা রীতি বিজ্ঞান বিষয়ে একটা সুসংবদ্ধ ধারণা অর্জন করতে হয়। কারণ গবেষণা রীতিবিজ্ঞানের জ্ঞানই কোনো গবেষকের গবেষণা কর্মকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে পরিণতি প্রদান করে। অন্যান্য বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সংস্কৃত বিষয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের গবেষণা রীতিবিজ্ঞানের বিষয় বস্তুর মিল থাকলেও সংস্কৃত ভাষায় পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের একটি স্বতন্ত্র বিষয় জানতে হয় তা হল পুঁথি বিজ্ঞান বা Manuscriptology। আর ঠিক সেই কারণেই পুঁথিবিজ্ঞানের চর্চা বেড়ে চলেছে। ক্রমেই বেড়ে চলেছে পুঁথি সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা। এই বিদ্যার চর্চার দ্বারা পুঁথি সম্পাদনার মাধ্যমে পৃথিবী, দেশ ও সমাজকে অজানা তথ্য ও নতুন জ্ঞান সরবরাহ করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। সে কারণেই পুঁথি বিজ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে।

পুঁথি বিজ্ঞানের তিনটি স্তর আছে-প্রথমত পুঁথি সংগ্রহ এবং নথিভুক্তিকরণ। দ্বিতীয়ত পুঁথি সম্পাদনার পর্যায় ও পদ্ধতি এবং তৃতীয়ত পুঁথিগুলির বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণ। এই তিনটি স্তরের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ পুঁথি সম্পাদনার পর্যায়ের মূল লক্ষ্য হল একটি গ্রন্থের বিচার বিমর্শ জাত তৈরী করা। এই বিচার বিমর্শজাত সংস্করণ তৈরী করতে হলে সম্পাদককে তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগোতে হবে-

১। Recension বা পাঠ পরিশোধন।

২। Interpretation বা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা।

৩। Emendation বা গ্রন্থকারের মূল পাঠে পৌঁছানোর চেষ্টা।

ক) **Recension বা পাঠ পরিশোধন** ঃ Recension বলতে বোঝায় কোন্ কোন্ পুঁথির পাঠগ্রহণ করা সঙ্গত তা নির্ণয় করা। এই Recension বা পাঠপরিশোধনের আবার তিনটি পর্যায় আছে। যথাক্রমে-

১) পুঁথি নির্বাচন।

২) প্রতিবর্ণীকরণ ও পাঠ সংতুলন।

৩) বংশান্বয়মূলক পদ্ধতি।

Scanned with OKEN Scanner

১) পুঁথি নির্বাচন : পুঁথি নির্বাচন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় একজন সম্পাদককে কোনো গ্রন্থ সম্পাদনা করতে গেলে সেই গ্রন্থের যতগুলি পুঁথি পাওয়া গেছে প্রায় সবকটি পুঁথিকেই সংগ্রহ করতে হয়। পুঁথিগুলি সংগ্রহ করার পর সম্পাদক তাদের গুণগতমান বিচার করবেন।

২) প্রতিবর্ণীকরণ ও পাঠ সংতুলন : এই পর্যায়ে পুঁথিগুলির মধ্যে থেকে একটিকে 'মাদার' বা মাতৃপুঁথি নির্বাচন করতে হয়। এবং অন্যান্য পুঁথিগুলিকে বিশেষভাবে নামাঙ্কিত করতে হবে। বিশেষত এই নাম হয়ে থাকে মূলত যে স্থান থেকে পুঁথিটি প্রাপ্ত হয়েছে তার আদ্যক্ষর অনুযায়ী। যেমন-কোনো পুঁথি যদি কলকাতা থেকে প্রাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে তার নাম হয়ে থাকে 'K'। তবে 'মাতৃপুঁথি' নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনোরকম বাধা নেই। সাধারণত প্রাচীনতম পুঁথিটিকেই 'মাদার' বা 'মাতৃপুঁথি' কল্পনা করা হয়। এছাড়াও সম্পাদক পুঁথির গুণমান বিচার করার পর যে পুঁথিটি তাঁর কাছে সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে হয় সেই পুঁথিটিকেই তিনি 'মাদার' বা 'মাতৃপুঁথি' কল্পনা করতে পারেন। পাঠসংতুলন বা Collation হল বিভিন্ন পুঁথিতে যে পাঠভেদ আছে তার পারস্পরিক তুলনা করা। এর জন্য একটি বিশেষ ধরণের ছক কাটা পত্রের ব্যবহার করা হয়। যার নাম হল Collation Sheet বা সংতুলন পত্র। এই ছকের সাহায্যে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে বিভিন্ন পুঁথির মধ্যে যে পাঠভেদ তা নির্ণয় করা যায়। এ প্রসঙ্গে আমি আমার আলোচনায় Collation Sheet এর ব্যবহার করেছি তা দেখলেই এই সম্পর্কে ধারণাটি পরিস্কার হবে। সুতরাং এখন বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না।

৩) বংশান্বয়মূলক পদ্ধতি ঃ Collation করার পর একটি পুঁথি থেকে অপর একটি পুঁথির পার্থক্য চোখে পড়ে। এই পার্থক্য দেখে বোঝা যায় যে একাধিক নির্দিষ্ট পুঁথিগুলি নকল করা হয়েছিল। এই ধারাগুলি যখন পরিস্কার হয়ে আসে তখন বোঝা যায় কীভাবে একটি পুঁথি থেকে অপর একটি পুঁথিকে অনুলিখন করা হয়েছিল। একজন পুরুষ থেকে বংশবৃদ্ধির ফলে যে বিশাল আকারময় বংশের উৎপত্তি হলে যে পদ্ধতিতে বংশতালিকা নির্ণয় করা হয় ঠিক সেই একইভাবে পুঁথির বংশতালিকা নির্ণিত হয়। পুঁথির বংশ তালিকা নির্ণয়ের এই পদ্ধতিটিকেই বলা হয় বংশান্বয়মূলক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি প্রয়োগ কোনো একজন সম্পাদককে প্রাচীনতম পুঁথিটি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।

এইভাবে আমি আমার আলোচনার ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় পুঁথি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার পর আমার আলোচনার যে প্রধান বিষয় পাঠভেদ সে সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। এখন প্রশ্ন হল পাঠভেদ কী? এ প্রসঙ্গে বলতে হয় পুঁথিগুলি শয়ে শয়ে বছরের পর বছর ধরে অনুলিখিত হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই ভুল ভ্রান্তি হয়। তবে পুঁথিগুলি যদি কোনো সরকারী আদেশে লিখিত হতো তাতে ভুলের সম্ভাবনা কিছুটা কম থাকত। কিন্তু এই অনুলিখন যেহেতু অনিয়ন্ত্রিত কাজেই ভুলের সম্ভাবনা থেকেই যায়। অনুলেখকের এই ভুল সাধারণত অনিচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাকৃত

এই দুভাবেই হতে পারে।

অনিচ্ছাকৃত ভুল ঃ একটি পুঁথি অনুলেখনের সময় একজন অনুলেখক নিজের অজান্তেই যা কিছু ভুল করে বসেন, সেই ভুলকেই আমার অনিচ্ছাকৃত ভুল আখ্যা দিয়ে থাকি। একজন অনুলেখকের অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলি হল-

প্রথমতঃ একই ধরনের শব্দ বার বার লেখার সময় অসর্তকতাবশত ভুল হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ অনুলেখনের সময় ভুল উচ্চারণের কারণবশত অনুলেখনের ভেদ হয়।

তৃতীয়তঃ অনুলেখক অনেকসময় অপর এক ব্যক্তির কাছ থেকে শুনে অনুলিখন করে। সেই সময় ভুল শোনার কারণবশত পাঠভেদ হয়।

চতুর্থতঃ অনুলেখক তাড়াতাড়ি করে লেখার সময় ভুল করে ফেলেন।

পঞ্চমতঃ অনুলেখকের অমনোযোগিতার কারণবশত কখনও কখনও কোনো শব্দ বাদ পড়ে গিয়ে ভুল হতে পারে।

ষষ্ঠতঃ একই শব্দের মধ্যে দুটি বর্ণের স্থান পরিবর্তন ও দুটি শব্দের মধ্যে দুটি বর্ণের পারস্পরিক স্থান পরিবর্তনের কারণে অনেক সময় ভুল হয়ে যায়। যেমন-জ্ঞানেন চান্যো' (মহাবীরচরিতম্-ভবভূতি) ভুলক্রমে 'জ্ঞানে চ নান্যো এই রকম হয়ে গেছে।

ইচ্ছাকৃত ভুল ঃ কোনো পুঁথি নকল করার সময় একজন অনুলেখকের যেমন অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল হতে পারে। ঠিক সেই রকম ইচ্ছাকৃত কিছু ভুলও হয়ে যায়। সেগুলি হল-

প্রথমতঃ অনেক সময় একজন অনুলেখক পুঁথির ভাষাকে মাঝাঘসা করে সুন্দর করে লেখার চেষ্টা করেন। এর ফলে মূল পুঁথির ভাষার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই পার্থক্য এসে যায়।

দ্বিতীয়তঃ পুঁথি নকল করার সময় অনুলেখক অনেক সময় পুঁথিতে প্রাপ্ত অপরিচিত শব্দের পরিবর্তে পরিচিত শব্দের ব্যবহার করেন যা একধরনের ভুল।

তৃতীয়তঃ পুঁথি অনুলিখনের সময় অনুলেখক কোনো শব্দের পুরনো বানানের পরিবর্তে বর্তমানে প্রচলিত বানানের প্রয়োগ করেন। এই ভাবে দেখা যাচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো পুঁথিকে নকল করার সময় অনুলেখকের ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত যেকোনো একটি কারণে মূল পুঁথি থেকে অনুলিখিত পুঁথির পাঠান্তর হয়ে যায়। এই পাঠান্তরেরই অপর নাম পাঠভেদ। তবে এই সমস্ত ভুলগুলিকে অনেক সময় ছন্দের ও গৌণ আধার বা Testimonia-এর ওপর নির্ভর করে সংশোধন করা সম্ভবপর হয়ে থাকে।

যাইহোক আমার আলোচনার মুখ্য বিষয় হল মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের প্রস্তাবনা অংশের বিভিন্ন পাঠভেদ পুঁথি বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী তুলে ধরা। আমি আমার আলোচনায় পিশেলকৃত সংস্করণটিকে মাতৃপুঁথি কল্পনা করে তার সঙ্গে অন্যান্য পুঁথিগুলির পাঠসাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নজর করার চেষ্টা করেছি। আমি মূলত নির্বাচিত অংশে যে সমস্ত পাঠভেদ পেয়েছি সেই পাঠভেদগুলি তুলে ধরেছি মাত্র। এই সমস্ত পাঠভেদগুলি চিহ্নিত করতে আমি মাতৃপুঁথির পাশাপাশি অন্য কিছু পুঁথির

Scanned with OKEN Scanner

সাহায্য করেছি। আলোচনার সুবিধার্থে যে সমস্ত পুঁথির সাহায্য নিয়েছি সেগুলি হল-

B.- (বঙ্গবাসী সংস্করণ) - বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পুঁথিটিকে মাদার বা মাতৃপুঁথি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই সংস্করণে ৭২টি ফোলিও আছে।

R.V.- (ঋগ্বেদ্ পুঁথি) - এই পুঁথিটি ঋগ্বেদ্ পুঁথি হলেও পরবর্তী অংশে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' অনুলিখিত হয়েছে। এই পুঁথিটিতে সর্বমোট ১৩৭টি ফোলিও আছে।

R.- (রাঘবভট্ট সংস্করণ) - একটি মুম্বাই সংস্করণ তৎকালীন বম্বে সংস্করণ।

S.- (দক্ষিণ ভারতীয় সংস্করণ)-বা South Indian Recension গ্রন্থলিপিতে খোদাই করা এই লিপিতে প্রায় ১৫০টি ফোলিও আছে।

B.M- (বালমনোরমা সংস্করণ) ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা গ্রন্থের পুঁথি। এটি অসমাপ্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। শকুন্তলার সবকটি অঙ্ক এখানে পাওয়া গেলেও মাঝে মাঝে কয়েকটি ফোলিও পাওয়া যায় না। এখন আমি পিশেলকৃত সংস্করণকে মাতৃপুঁথি ধরে এবং আমার আলোচনায় অন্যান্য যে সমস্ত পুঁথিগুলির কথা বলেছি তাদের পাঠভেদ প্রণয়ন করছি। এই কাজের সুবিধার জন্য আমি কতগুলি সংতুলন পত্র বা Collation Sheet এর সাহায্য নিয়েছি, যা মাতৃপুঁথির সঙ্গে অন্যান্য পুঁথিগুলির কোথায় কোথায় পাঠভেদ বা পাঠান্তর আছে তা নিরীক্ষণ করতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

সংতুলন পত্রের বাঁ দিকে ছক কাটা ঘরগুলিতে আমি পুঁথির নামগুলি বসিয়েছি। এই পত্রের ডানদিকের ঘরগুলিতে আমি আমার মন্তব্য দেবার চেষ্টা করেছি এবং মাতৃপুঁথির সঙ্গে অন্যান্য পুঁথিগুলির কতগুলি ক্ষেত্রে পাঠান্তর হয়েছে তা দেখাবার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও মাঝখানের ছক কাটা অংশে পুঁথির অংশগুলি বসিয়েছি। এখন আমি পিশেলকৃত সংস্করণকে মাতৃপুঁথির স্থানে প্রতিস্থাপিত করে অন্যান্য পুঁথির সঙ্গে কোথায় কোথায় পাঠভেদ দেখা যাচ্ছে তা নির্ণয় করার চেষ্টা করছি-

এইভাবে আমি আমার আলোচনায় দেখাতে চেষ্টা করছি একটি স্বতন্ত্র পাঠের পাশাপাশি একই পাঠের কীভাবে পাঠান্তর পাওয়া যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আলোচনীয় হল মহাকবি কালিদাস বিরচিত 'মেঘদূতম্' নামক গীতিকাব্যে (খণ্ডকাব্য) পূর্ব মেঘের দ্বিতীয় শ্লোকের একটি চরণে আমরা দেখেছি 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' কথাটির প্রয়োগ আছে। একই কথাটি অন্যকোন সংস্করনে আবার 'আষাঢ়স্য প্রশম দিবসে' এই রকম প্রয়োগও পাওয়া যায়। এই কাব্যে আমরা জেনেছি নিজ কর্তব্যকর্মে অবহেলার কারণে যক্ষের নির্বাসন হয়েছে অলোকাপুরী থেকে রামগিরিতে। পাশাপাশি আমরা জেনেছি দীর্ঘ আট মাস অতিক্রান্ত হবার পর আষাঢ় মাসের প্রথম দিনটিতে যক্ষ আকাশে মেঘ দেখতে পেয়েছে। এখানে বলার বিষয় হল যেখানে 'প্রথম দিবসে' কথাটি ধরা হয় সেখানে অর্থ দাড়ায় যক্ষের শাপের মেয়াদ আর চার মাস বাকী। অপর পক্ষে যে সংস্করণে 'প্রশম দিবসে' কথাটির প্রয়োগ হয়েছে একটু অন্য অর্থ দেখার সম্ভাবনা রয়ে যাচ্ছে। কারণ

Scanned with OKEN Scanner

প্রশম কথার অর্থ হল মাসের শেষ দিন। সুতরাং যেখানে প্রশম কথার প্রয়োগ হয়েছে সেখানে বুঝতে হবে আষাঢ় মাস শেষ হয়েছে। এই রকম পাঠগ্রহন করলে মমার্থ দাড়ায় শাপান্ত কালের অবসান ঘটতে এখনও তিন মাস বাকী। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে পাঠভেদ কীভাবে বিষয়বস্তুর পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

আমি আমার আলোচনায় 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের যে অংশটুকু নির্বাচিত বিষয়রূপে গ্রহণ করেছি সেই স্বল্প পরিসরে এই রকম কিছু কিছু পাঠান্তর তুলে ধরেছি মাত্র। আমার আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহারিত পুঁথিতে যে সমস্ত পাঠভেদ দেখা যায় সেগুলি বিদ্যাসাগর, মনিয়র উইলিয়ামস্ বা পিশেলের সংস্করণে পাওয়া যায় না। আমার মনে হয় এ বিষয়ে এখনও গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ রয়ে গেছে।

R.V.M-Rg-Veda Manuscript.
B. - Bengali Recension.
R.V. Rg-Veda.
S. South Indian Recension.
M. Monier Williams or his edition.

Notes and Reference

1. Textual critisism-S.M. Katre, Page: 17
2. The alphabet-Devid diringer, page: vii, viii
3. Textual critisism : S.M. Katre- page: 234
4. Textual Critisism :S.M. Karte, Page : 236
5. Textual critisism : S.M. Katre, Page : 87, 88
6. Meghdut O Saudamani : Satyanarayan Chakrabarti,

Bibliography

Bose, Ramendra Mohan - *Abhijñanaśakuntalam*, pracya-vidya Vihara, Kolkata, 1969.

Basu, Ratna and Das, Karunasindhu (Ed) *Aspects of Manuscriptolgy,* The Asiatic society, kolkata, 2005

Chakrabarti, Satyanarayana-*Abhijñanaśakuntalam*, sanskrit Pustaka Bhandara, Kolkata, 2012

Raghavan, V. New Catalogus Catalogoram.

Katre, S.M. Textual Critisism. Decean College, 1954.

Scanned with OKEN Scanner